বাংলা শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 05 APR 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

উপজেলা পরিক্রমা

কচুয়া

কচুয়া (বাগেরহাট), ৪ এপ্রিল (সংবাদদাতা)।— বাগেরহাট জেলা সদর থেকে ৯ মাইল পূর্বে বলেশ্বর নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। শত সমস্যা জর্জরিত আয়তনে ক্ষুদ্রতম উপজেলা কচুয়া। অসংখ্য ছোটখাটো খাল, নালা বেষ্টিত এই উপজেলার পশ্চিমে বাগেরহাট সদর উপজেলা। দক্ষিণে মোড়েলগঞ্জ, উত্তরে চিতলমারী উপজেলা এবং পূর্বে বলেশ্বরের অপর তীরে পিরোজপুর জেলা অবস্থিত। সর্বমোট ৪৯ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এ উপজেলা ৭টি উইনিয়ন। ৭৭টি মৌজা, ৯৮টি গ্রাম এবং ১৩৮৬টি খানা সমন্বয়ে গঠিত। লোকসংখ্যা মোট ৯২০৪৬ জন।

শিক্ষা

এ উপজেলার শিক্ষিতের হার শতকরা ৩৮·০৯ জন। মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১টি। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০টি। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪টি। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৬টি। এগুলোর প্রায় অর্ধেকাংশেরই প্রয়োজনীয় টেবিল, চেয়ার নেই। আবার দরজা জানালা ঠিকমত না থাকায় অনেকগুলোর ভিতর বর্ষা হলে ক্লাস নেয়া কষ্টকর হয়। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩টি, যার প্রত্যেকটিতে প্রয়োজনীয় ঘর, আসবাবপত্র ও শিক্ষক শূন্যতা বিদ্যমান। এ ছাড়া এ উপজেলায় ২টি সিনিয়র মাদ্রাসা, ১টি আলেম মাদ্রাসা এবং ১৯টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা আছে।

যোগাযোগ

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বলিত এই উপজেলায় ১৩৭ মাইল ছেড়াভাঙ্গা কাঁচা রাস্তা, ১৩ মাইল ইট বসানো রাস্তা এবং ৮ মাইল নামমাত্র পাকা রাস্তা আছে, যার অবস্থা কাঁচা রাস্তার চেয়ে করুণ। নৌকা-ই উপজেলা অভ্যন্তরে চলাচলের একমাত্র মাধ্যম। নৌকা ছাড়া কিছু পথ রিকশা ও কিছু পথ বাস যোগে জেলা সদরের সাথে যাতায়াত করা যায়।

কৃষি

কৃষি নির্ভর এ উপজেলার মোট জমির পরিমাণ ৩১,৩৬৫ একর। এর মধ্যে নীট আবাদী জমি ২১৫২৮ একর। আবাদের জন্য প্রাপ্য ৯২৭৩ একর। আবাদ যোগ্য অনাবাদী ১৮১ একর এবং চলতি পতিত জমির পরিমাণ ৩৭৮ একর। একফসলী জমির পরিমাণ ১২৪৭০ একর। দোফসলী ৮৬৭৮ একর এবং তিন ফসলী জমির পরিমাণ ৩৮০ একর। মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১০,৬৫০টি এবং হীন কৃষক পরিবারের সংখ্যা ২৩০০টি। **স্বাস্থ্য** স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এ উপজেলা অত্যন্ত অনগ্রসর। এখানে একটি মাত্র স্বাস্থ্য প্রকল্প রয়েছে। যেখান থেকে নামমাত্র কিছু ওষুধ সরবরাহ করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীদের ওষুধ বাইরে থেকে কিনে নিতে হয়। তাছাড়া প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে সুচিকিৎসা সম্ভব হয় না।

হাটবাজার

সুপারীর জন্য বিখ্যাত কচুয়া বাজার দূরদুরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা সুপারীর ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এখানে এসে থাকে। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত হাট বসে।